A-4184

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায় - প্রথম সংশোধিত) প্রকল্প

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জুন - ২০১৫

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

প্রকল্পের পটভূমি ও নিবিড় পরিবীক্ষণ

সত্তরের দশক থেকে বাংলাদেশের কৃষিজ উৎপাদন বন্যা হতে রক্ষার জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিবিধ অবকাঠামো (বাঁধ, ক্রস ডেম, স্লুইস গেট, ইত্যাদি) নির্মাণ করা হয় যাতে প্রায় ২-৩ মিলিয়ন হ্যাক্টর প্লাবনভূমির শস্য উৎপাদন রক্ষা পায়। বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পানি নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণকালে মাছসহ জলজ পরিবেশের উপর এদের প্রভাব যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় নাই। ফলে মাছের আবাসস্থল, মাইগ্রেশন পথ এবং প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যহত হয়। যা দিনে দিনে আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদানের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

এক হিসাবে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে প্রায় ৮০,০০০ হেক্টর প্লাবণ ভূমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্পের জন্য নির্মিত স্থাপনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ। এতে বছরে প্রায় ১০,০০০ টন মাছ কম উৎপাদন হয় যার বাজার মূল্য প্রায় ৬০ কোটি টাকা। ফলে গরীব মৎস্যজীবী বিশেষতঃ ক্ষুদ্র প্রান্তিক মৎস্যজীবীগণ খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এ অবস্থার উন্নয়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৯৯২ সাল থেকে **বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প** গ্রহণ করে এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত তিন পর্যায়ে মোট ৪৫৮২.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮৯৮টি জলাশয়ের উন্নয়ন করে যার জলায়তন মোট ২৪৫৫.১৭৬ হেক্টর। এ কার্যক্রমের সফলতায় এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির '৪র্থ পর্যায়' গ্রহণ করা হয় যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি, উপযোগিতা ও কার্যকারিতা জেনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত **"বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায় - প্রথম সংশোধিত) প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ"** এর উদ্যোগ নেয়া হয়।

কর্ম-সম্পাদন প্রচেষ্ঠা ও কৌশল:

এ নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য ও পরামর্শকের কর্ম-পরিধি অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইন্সেপশন প্রতিবেদন তৈরি, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন ও তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের পর গত ৭ এপ্রিল ২০১৫ থেকে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ শুরু করা হয়। পরিবীক্ষণ কাজটির প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতার বিবেচনায়; নির্ধারিত কর্ম-পরিধি এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরিবীক্ষণের জন্য **অংশগ্রহণমূলক প্রচেষ্টাই** অধিক গুরুত্ব পায়।

এ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্ম-পরিধি, উদ্দেশ্য এবং অংশগ্রহণমূলক তথ্যানুসন্ধানের নিয়মাবলী বিবেচনায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তবে এর জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনা হতে দৈব চয়নের মাধ্যমে ৩৭৯টি স্কিম হতে ১৪০টি স্কিম (৩৭%) নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রকল্পের ডিজাইন, উপযোগিতা, কার্যকারিতা, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, অগ্রগতি, প্রতিবন্ধকতা, চ্যালেঞ্জ ও তাঁদের পরামর্শ সম্পর্কে জানার জন্য প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, আইএমইডি'র প্রতিনিধি, জেলা ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং উপজেলা মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাসহ মোট ১০৩ জনের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। সুফলভোগীদের জীবিকা সংশ্লিষ্ট তথ্য জানার জন্য FGD কৌশলটি গ্রহণ করা হয়েছিল। এ কৌশলে প্রতি উপজেলায় একটি নির্বাচিত স্কিম সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী দলের ১০-১২ জন সদস্য নিয়ে তাঁদেরই গ্রামে ২৫টি এফজিডিতে মোট ২৫৭ জন সুফলভোগী অংশ নেন।

তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১১ থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ১৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপির মোট সংস্থান ১২,৬৩৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ৭০৮৮.২৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ায় অগ্রগতি হলো ৫৬.০৯%। রাজস্বখাতের কোন কোন উপ-খাতে প্রয়োজন না হওয়ায় এবং মন্ত্রণালয় থেকে সময়মত অনুমোদন না দেওয়ায় ৪৪৯.৯৮ লক্ষ টাকাম অব্যয়িত রয়েছে। পুনঃখনন উপ-খাতে প্রায় ৪৪৬৯.৭৩১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকে যেতে পারে।

প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে রাজস্ব খাতের নির্ধারিত উপ-খাতে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ কম ও অর্থ বছরের শেষ দিকে অনুমোদন দেওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এ উপ-খাতগুলো হলো মাছ চাষের উপকরণ ক্রয়; সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমসূহ। অন্যদিকে মূলধন খাতের জলাশয় উন্নয়ন উপ-খাতে প্রায় ৪০% ব্যয় কম হওয়ার কারণ ছিলো সময়মত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কিম না পাওয়া এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের সৃষ্ট জটিলতা।

বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে প্রকল্প কার্যালয় ও জেলা কার্যালয় হতে প্রদত্ত প্রতিবেদন জেলা মৎস্য দপ্তরে সংরক্ষিত রেজিষ্টার ও প্রতিবেদন, সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। অনুমেয় যে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে শুধুমাত্র মূলধন উপ-খাতের জলাশয় উন্নয়ন এবং পাইপ কালভার্ট নির্মাণে ৫৬.০৯% অগ্রগতি হয়েছে। সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সংশ্লিষ্ট কাজগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৪০% এর নীচে যা প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের প্রতিবন্ধকতা।
রাজস্বখাতে ডিপিপির সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপ-খাতওয়ারী ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৩ - ৪১% যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। এ বিষয়টি সরেজমিন পরিদর্শনের সময় উপজেলা কর্মকর্তা ও সুফলভোগীগণ উল্লেখ করেছেন যে মাছের পোনা, খৈল ও চুন সরবরাহ করা হয়েছে তা জলাশয়ের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণও একমত পোষন করেন। প্রকল্প কার্যালয় হতে জানা যায় যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উল্লেখিত উপ-খাতে অর্থ বরাদ্দ, অনুমোদন ও ছাড়ে সঠিক ভুমিকা রাখে নাই।

জেলা ও প্রকল্প কার্যালয়ে তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে প্রকল্পের সকল ক্রয় (কাজ/সেবা/মালামাল) অনুমোদিত 'ক্রয় পরিকল্পনা' অনুযায়ী পিপিআর ২০০৮ এর নিয়ম, শর্তাবলী ও পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে। এছাড়াও জেলা পর্যায়ে পোনা, খৈল, চুন, জাল ইত্যাদি ক্রয়ে পিপিআর ২০০৮ এর কোটেশন আহ্বান এর নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যা প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ছিল এবং জেলা দপ্তরের দলিল পত্র পর্যবেক্ষণেও প্রমান পাওয়া গেছে।

স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও প্রভাবশালীদের কারণে সুফলভোগী ও স্কিম নির্বাচন, দল গঠন এবং স্কিম বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রেই জটিতা সৃষ্টি হয় যা নিরসনে সময় বেশী লাগে। কার্যক্রমের গুণগতমানেও এর প্রভাব পড়ে যা ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি উল্লেখযোগ্য দূর্বল দিক। প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক এবং প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে বিভিন্ন দপ্তর এবং সুফলভোগী দলের সদস্য হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত হতে যে ডিপিপি ও স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করার মত বিষয়াবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- প্রকল্পের কাজ নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য ডিপিপিতে প্রতি বিভাগে একজন পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা ও একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সংস্থান রাখা।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকি ও সুফলভোগী দলীয় সদস্যদের সময়মত সহায়তা দেয়ার জন্য উপজেলা পর্যায়ের জন্য যাতায়াত ভাতা/জ্বালানী ব্যয় বাবদ বরাদ্দ ডিপিপিতে উল্লেখ থাকা উচিত।
- উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে প্রকল্প পরিচিতি কর্মশালা আয়োজনের বিষয়টি ডিপিপি ও নীতিমালায় উল্লেখ থাকা।

সুপারিশ ও উপসংহার

সুফলভোগীসহ প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নিম্নের সুপারিশমালা উল্লেখ করা হলো যা পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

- প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফলাফলের সাথে গৃহিত কার্যক্রমগুলোর সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার জন্য ডিপিপি'র লগ ফ্রেম প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা।
- মৎস্য অধিদপ্তরের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অধিক গতিশীল করার জন্যে:
  - প্রকল্পটি মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক দ্বারা বাস্তবায়ন করা।
  - বিভাগীয় উপ-পরিচালকের তত্বাবধানে একটি স্কিম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের বিষয়ে স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালায় ও ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা।
  - প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকি ও সুফলভোগী দলীয় সদস্যদের সময়মত সহায়তা দেয়ার জন্য উপজেলা পর্যায়ের জন্য যাতায়াত ভাতা/জ্বালানী ব্যয় ডিপিপিতে সংস্থান থাকা।
- প্রকল্পের কাজ নিয়মিত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ডিপিপিতে প্রতি বিভাগে একজন পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা ও একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সংস্থান রাখা।
- ডিপিপিতে অর্থের সংস্থানসহ প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরির বিষয়টি সংযোজিত করা যাতে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দল গঠন, দল ব্যবস্থাপনা এবং দল সচলিকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পৃক্ত থাকে।
- উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে প্রকল্প পরিচিতি কর্মশালা আয়োজনের বিষয়টি ডিপিপি ও নীতিমালায় উল্লেখ থাকা যেখানে স্থানীয় পর্যায়ের জন প্রতিনিধিদের স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা সম্পর্কে সার্বিক ধারণা দেয়া, যাতে তাঁরা স্কিম বাস্তবায়ন ও সুফলভোগী নির্বাচন এবং দল গঠনে সহায়তা করতে পারেন।
- বাস্তবায়ন নীতিমালায় পুকুরের সর্বনিম্ন আয়তন ০.২৫ হেক্টর ও খালের তলার প্রস্থের নিম্ন মাপ কম পক্ষে ২৫ ফুট উল্লেখ করা।
- প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, উপকরণ ও সুফলভোগী দল সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ সরাসরি উপজেলা মৎস্য দপ্তরে প্রদান এবং উক্ত দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।
- ভবিষ্যতে এজাতীয় প্রকল্প প্রণয়নে 'ব্যয়-অংশিদারিত্বমূলক' জলাশয় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাতে সরকারি অর্থের সাশ্রয় ও জনগণের অংশিদারিত্ব নিশ্চিত হয়।

এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত জলাশয়সমূহে মাছচাষ ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি অব্যাহত রাখা উচিত। কারণ মাছের উৎপাদন ব্যবস্থা বর্তমানে মানব সৃষ্ট (অপরিকল্পিত বাঁধ, রাস্তাঘাট ও নগরায়ন) এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপন্ন। উপরোক্ত দু'টি কারণে পানির প্রবাহ কমে যাওয়া এবং গতিপথ পরিবর্তনের কারণে পলি জমাটের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সংযোগ খাল, নদী ও প্লাবন ভূমি ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তাই উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য বৃহৎ আঙ্গিকে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।